প্রথম আলো
19 September, 2012 Page: Ex-1

তবু মাথা নোয়াবার নয়

মাধ্যমিক পর্যায়ে জিপিএ-৫ পাওয়া যে ৫০ জনকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের ৩৪ জন এবার উচ্চমাধ্যমিকেও জিপিএ-৫ পেয়েছেন। স্নাতক পর্যায়ে তাঁদের লেখাপড়ার খরচ বহন করবে 'ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্ট'

২০১০ সালের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অদম্য মেধাবীরা (ফাইল ছবি)। ২০১২ সালের উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাওয়া ৩৪ শিক্ষার্থীর ছবি পৃষ্ঠা-২-এ

তোমাদের অভিবাদন

মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিকেও জিপিএ-৫ পাওয়ায় তোমাদের অভিনন্দন জানাই। তোমরা প্রমাণ করেছ, তোমরা সত্যিকারের মেধাবী। আমরা জানি, কৈশোরেই বড়দের মতো হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে হয় তোমাদের। তোমাদের বেশির ভাগকেই উপার্জন করে সংসারে সহায়তা করতে হয়। অনেকেই সুবিধাবঞ্চিত দুর্গম এলাকায় থেকে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছ। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাও আছে কয়েকজনের। এত সব বাধাবিপত্তি জয় করে তোমাদের সাফল্যে আমরা গর্বিত। ব্র্যাক ব্যাংক তোমাদের পাশে রয়েছে। স্নাতক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও আমরা তোমাদের পাশে থাকতে চাই। আশা করি, স্নাতক পর্যায়েও তোমরা সাফল্যের এ ধারা বজায় রাখতে পারবে।

জিলান কিস্তক হক
যোগাযোগ ও সার্ভিস কোয়ালিটি প্রধান,
ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড

ফেরদৌস ফয়সাল।

'আমি পেরেছি...আবারও জিপিএ-৫ পেয়েছি!'—সিলেট নগরের আম্বরখানা এলাকার নাজমিন বেগম উচ্চমাধ্যমিক ফল ঘোষণার পর প্রথম আলোর সিলেট কার্যালয়ে এসে যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন তাঁর চোখেমুখে খেলা করছিল বিজয়ের আনন্দ আর মাথা না-নোয়ানোর সুখ। নাজমিন এ বছর সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছেন। অদম্য এই মেধাবীর চোখে এখন চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন।
শুধু নাজমিন নন, ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্ট অদম্য মেধাবী তহবিল থেকে শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া সবার চোখেই এখন রঙিন স্বপ্নের ফুলঝুরি। কোনো অভাব, কোনো বাধা দমাতে পারেনি তাঁদের।

মাধ্যমিকের পর দরিদ্র মেধাবী ৫০ জনকে বাছাই করে শিক্ষাবৃত্তি দেয় 'ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্ট' অদম্য মেধাবী তহবিল। দুই বছর পর আবার সাফল্য। ৫০ জনের মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ থাকায় পরীক্ষা শুরু করেও শেষ করতে পারেননি। আরেকজন পড়ছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এই ৪৮ জনের মধ্যে ৩৪ জনই এবার এইচএসসিতেও জিপিএ-৫ পেয়েছেন। বাকিদের ফলাফলও জিপিএ-৫-এর কাছাকাছি।
উচ্চ মাধ্যমিকে জিপিএ-৫ পাওয়া এই ৩৪ জন অদম্য মেধাবীকে আবারও উচ্চশিক্ষা বৃত্তি দেবে 'ব্র্যাক ব্যাংক-প্রথম আলো ট্রাস্ট অদম্য মেধাবী' তহবিল। তবে শর্ত একটাই, প্রত্যেককেই লড়াই করে টিকতে হবে উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠে।
এরই মধ্যে শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, ব্যাংকার, কৃষিবিদসহ নানা পেশায় যাওয়ার স্বপ্নে

ব্র্যাক ব্যাংক প্রথম আলো ট্রাস্ট
অদম্য মেধাবী

বিভোর এসব অদম্য মেধাবী। স্বপ্নের খেয়ায় ভর করে কত কত কথা তাঁদের! যেমন সাতক্ষীরার আশাশুনির উত্তম কুমার সরদার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে পড়তে চান। 'আমি প্রথম আলোকে দেওয়া কথা রেখেছি। সবাইকে জানিয়ে দেবেন, আমি জিপিএ-৫ পেয়েছি!' ১৮ জুলাই ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুঠোফোনে উত্তমের উচ্ছ্বাস ছিল এমনই।

আবার লালমনিরহাটের আদিতমারী উপজেলার আবদুর রাজ্জাকের কথাতেও উচ্ছ্বাস আছে, একই সঙ্গে আছে এক করুণ কাহিনি। তাঁর দৃষ্টিশক্তি নেই। দিনমজুর বাবার নেই পড়ানোর সামর্থ্য। তার পরও সব বিষয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছেন তিনি। রাজ্জাক বলেন, 'আমার চোখের আলো নেই। প্রথম আলো পাশে দাঁড়িয়েছিল বলেই আমার জ্ঞানের আলো লাভের পথ খুলে গেছে।' ভবিষ্যতে আইনজীবী বা আইন বিষয়ের শিক্ষক হওয়ার ইচ্ছা তাঁর।
উত্তম বা রাজ্জাকের স্বপ্ন যখন আইনবিদ হওয়া, তখন ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার রোজিনা আক্তার, গাইবান্ধার চন্দ্রশেখর চৌহান, নীলফামারী সৈয়দপুরের জয়ন্তী রায়, নাটোরের মামুন হোসেন, সুনামগঞ্জের আওলাদ হোসেন, কিশোরগঞ্জের লিটন মিয়াসহ অনেকেই স্বপ্ন দেখছেন চিকিৎসক হয়ে গরিব-দুঃখীর সেবা করার।
দুই বছর আগে যখন এসএসসিতে তাঁর জিপিএ-৫ পাওয়ার খবরটি জানা গেল, তখন অন্যের জমিতে ধান কাটছিলেন হাজীগঞ্জের অদম্য মেধাবী সাকির হোসেন। এইচএসসিতে এবারও তিনি বিজ্ঞান শাখা থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছেন। বললেন, 'যদি প্রকৌশলী হতে পারি, তবে অনেক দিনের স্বপ্ন পূরণ হবে।' অন্যদিকে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার ইকরা সুলতানা ও কুমিল্লার সুমী আক্তার হতে চান ব্যাংকার।
শুধু এঁরাই নন, ৩৪ জনের সবাই যেমন অদম্য মেধাবী, তেমনই অদম্য সংগ্রামী। তাঁদের সবার স্বপ্নই যেন আজ নতুন দিগন্তের খোঁজে। সেই দিগন্তযাত্রায় সবারই রয়েছে হার না-মানা, মাথা না-নোয়ানো জীবনসংগ্রামের গল্প। ◼

● অগ্রগামী ৩৪ : পৃষ্ঠা-২

ইকরা সুলতানা
রাঙ্গুনিয়া কলেজ
চট্টগ্রাম।

নাজমিন বেগম
সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ
সিলেট

রোজিনা আক্তার
(নান্দাইল, ময়মনসিংহ)
সরকারি গুরুদয়াল কলেজ
কিশোরগঞ্জ।

চন্দ্রশেখর চৌহান
গাইবান্ধা সরকারি কলেজ
গাইবান্ধা

জয়ন্তী রায়
সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ
নীলফামারী

লিটন মিয়া
গুরুদয়াল সরকারি কলেজ
কিশোরগঞ্জ

খুরশিদা পারভীন
(ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট)
জয়পুরহাট সরকারি কলেজ
জয়পুরহাট

সত্যজিৎ চন্দ্র রায়
(গঙ্গাচড়া, রংপুর)
পার্বতীপুর ক্যান্টপাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর

সুমী আক্তার
(বরুড়া, কুমিল্লা), কুমিল্লা কমার্স কলেজ।

আবদুর রাজ্জাক
(আদিতমারী, লালমনিরহাট)
সাপ্টিবাড়ী ডিগ্রি কলেজ
লালমনিরহাট

তানিয়া খাতুন
(ডুমুরিয়া, খুলনা)
শহীদ স্মৃতি মহিলা মহাবিদ্যালয়, খুলনা

আবদুল কাদের
চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মামুন হোসেন
নাটোর সরকারি এনএস কলেজ
নাটোর

ব্র্যাক ব্যাংক প্রথম আলো ট্রাস্ট
অদম্য মেধাবী

শামছুল হক
(বিশ্বনাথ, সিলেট)
সিলেট মডেল কলেজ
সিলেট

গোপাল বাছাড়
(কয়রা, খুলনা)
খান সাহেব কোমরউদ্দিন কলেজ, খুলনা

বর্ষা রানী
রাধারানী মহিলা ডিগ্রি কলেজ
তারাগঞ্জ, রংপুর

অগ্রগামী ৩৪

সামসুন্নাহার শিমু
কুড়িগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
কুড়িগ্রাম

লিংকন চন্দ্র ঘোষ
(সোনাগাজী, ফেনী),
ফেনী সরকারি কলেজ
ফেনী

সাজেদুর রহমান
বাগমারা মহাবিদ্যালয়
রাজশাহী

জাহার উদ্দিন
(দোয়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ)
রাগিব-রাবেয়া ডিগ্রি কলেজ
সিলেট

আওলাদ হোসেন
(ধরমপাশা, সুনামগঞ্জ)
আলমগীর মেমোরিয়াল কলেজ, ময়মনসিংহ

মো. ইব্রাহিম
মংলা কলেজ
বাগেরহাট

লেলিন চৌধুরী
ভরিলগঞ্জ স্কুল অ্যান্ড কলেজ
কুড়িগ্রাম

জাহাঙ্গীর আলম
শহীদ নাজমুল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
শেরপুর

রকিবুল হাসান
সরিষাবাড়ী কলেজ
জামালপুর

ফেরদাউস ইসলাম
গলাচিপা ডিগ্রি কলেজ
পটুয়াখালী

মাহুবা আক্তার
গোপালগঞ্জ মহিলা মাদ্রাসা
গোপালগঞ্জ

তাহমিনা আক্তার
কাজী শাহাবুদ্দিন বালিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ।
তেতুলিয়া, পঞ্চগড়

পিপি খাতুন
শাহজাদপুর সাতবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ
সিরাজগঞ্জ।

সাকির হোসেন
হাজীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ
চাঁদপুর।

রুবেল ইসলাম
(ডোমার, নীলফামারী)
ভ. মালিকা কলেজ
ঢাকা।

রাকিব উদ্দিন
(হাতিয়া, নোয়াখালী)
সরকারি বিজ্ঞান কলেজ
ঢাকা।

রুনা লায়লা
গাংনী মহিলা কলেজ
মেহেরপুর

উত্তম কুমার সরদার
আশাশুনি ডিগ্রি কলেজ
সাতক্ষীরা